গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ১৬ সংখ্যা | ৩০ নভেম্বর - ৬ ডিসেম্বর ২০১৮ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

নির্বাচন একটি প্রহসন মাত্র, বিপ্লবই শোষণমুক্তির একমাত্র রাস্তা

বার্তা তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের

জামশেদপুরে জি টাউন ক্লাব ময়দানের বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, পলিটবুরো সদস্য কমরেডস রণজিৎ ধর, মানিক মুখার্জী, অসিত ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

২৬ নভেম্বর, জামশেদপুরের সাকচি আমবাগান ময়দান থেকে সবে মাত্র শুরু হয়ে মিছিলটা গোল চক্করে ঢুকেছে। ভেসে এল একটা মন্তব্য— প্রায় ৩০ বছর বাদে লাল ঝান্ডার এতবড় মিছিল দেখছে জামশেদপুর। নানা ভাষা, নানা পরিধান, কিন্তু একই লক্ষ্যে অবিচল দৃপ্ত কণ্ঠস্বরগুলি তখন স্লোগান তুলছে, দুনিয়ার খেটে খাওয়া মানুষ এক হও। হাজার হাজার কণ্ঠ ছড়িয়ে দিচ্ছে, সারা দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষ যার স্বপ্ন দেখে—সেই শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের আহ্বান। মিছিল এগিয়ে চলল এস ইউ সি আই (সি)-র তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনস্থল বিষ্টুপুর জি টাউন ক্লাব ময়দান অভিমুখে। প্রায় স্তব্ধ জামশেদপুর শহর। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়ানো অসংখ্য মানুষের চোখে গভীর প্রত্যাশা। মিছিল যে এত বিশাল হতে পারে তা কল্পনা করতে পারেনি বিজেপি সরকারের প্রশাসন। পূর্ব সিংভূমের জেলা কমিশনার ফোন করেছেন দলের এক রাজ্য নেতাকে। এত বড় মিছিল কোনও বামপন্থী দল ঝাড়খণ্ডের বুকে করতে পারে তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না তাঁর। বললেন, আপনাদের এত লোক আছে, তাতে টাটানগর পুরো স্তব্ধ হয়ে যাবে তা ভাবতে পারিনি।

বেলা ১২টার অনেক আগেই জি টাউন ক্লাব ময়দানে শুধু হাজার হাজার মাথা। সভা শুরু হতে না হতে মাঠ উপচে দুইপাশের রাস্তাও বন্ধ। পরদিনের স্থানীয় সংবাদপত্রের অভিমত অন্তত ৫০ হাজারের জমায়েত ছিল এই সমাবেশে। যদিও বাস্তবে ঝাড়খণ্ডের নানা এলাকা এবং আশপাশ থেকে সংগঠিত জমায়েতই ছিল ৫০ হাজারের বেশি। টাটানগরের বহু সাধারণ মানুষ এসেছিলেন শুনতে, কী বলে এস ইউ সি আই (সি)। কিন্তু মাঠে ঢোকার মতো জায়গা না পেয়ে পাশের রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে শুনেছেন নেতাদের বক্তব্য। দুপুরের রোদে পুড়ছে মানুষ, তবু ছায়ার খোঁজে উঠে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারছেন না তাঁরা। বিষ্টুপুর থেকে স্টেশন যাওয়ার অটোচালক সুরেশের জিজ্ঞাসা— বিজেপি বলুন, কংগ্রেস বলুন, ঝাড়খণ্ড পার্টি বলুন, তারা মিটিংয়ে লোক আনতে পয়সা দেয়, মদ দেয়। আর আপনাদের লোকেরা নিজেদের পয়সা দিয়ে বাস ভাড়া করে দূর-দূরান্ত থেকে

চারের পাতায় দেখুন

প্রকাশ্য সমাবেশ

২৬ নভেম্বর, বেলা ১২টা। জামশেদপুর শহরের জি টাউন ক্লাব ময়দান কানায় কানায় পূর্ণ। ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শ্রমিক কৃষক দরিদ্র নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের ভিড়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে মাঠের সামনের এবং দুদিকের রাস্তা। লাল পতাকায় সুসজ্জিত এবং স্লোগানে মুখরিত একের পর এক মিছিল তখনও আসছে। বিরাট মঞ্চের এক দিকে রাখা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা, এ যুগের অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করলেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। মাল্যদান করলেন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এবং একে একে বিভিন্ন প্রদেশের রাজ্য সম্পাদকরা। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণের ভাষণের পরে প্রকাশ্য সমাবেশের সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সত্যবান প্রধান বক্তা কমরেড প্রভাস ঘোষকে আহ্বান জানালেন তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলতে শুরু করলেন, ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়া দল বিজেপি, কংগ্রেস, বামপন্থী দল সিপিএম, সিপিআই এবং অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলো সকলে যখন আগামী নির্বাচনে কে কুর্সি দখল করবে, কে কুর্সি রক্ষা করবে এবং কে কোথায় কটা সিট পাবে তার হিসেব কষছে এবং সংবাদমাধ্যমে এই সব দলের কাজের ফিরিস্তি, ভবিষ্যতে কী করবে সেই প্রতিশ্রুতির জোর প্রচার

আটের পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধীরাই আজ দেশপ্রেমিক সাজছে

২০১৪ সালে মাত্র ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতায় এসেছিল নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি। এর আগে এন ডি এ জোট ক্ষমতায় এলেও লোকসভায় বিজেপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। রাজ্যসভাতেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার থেকে অনেক পিছনে ছিল তারা। ফলে বিজেপি তাদের উগ্র হিন্দুত্ববাদী বহু কর্মসূচিই সেই সময় প্রকাশ্যে আনতে পারেনি। কিন্তু ২০১৪ সালে লোকসভায় 'ম্যাজিক ফিগার' পার করার পর দেশ ক্রমশ তাদের আগ্রাসী চেহারা দেখতে থাকে। একদিকে কংগ্রেসের দেখানো পথেই তারা কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থবাহী অর্থনৈতিক নীতি নিচ্ছে, অন্যদিকে অযোধ্যায় ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্থলে রাম মন্দির নির্মাণ, ভাগবত গীতাকে 'রাষ্ট্র গ্রন্থ' ঘোষণা, গরুকে 'জাতীয় পশু' বা 'রাষ্ট্র মাতা' হিসেবে ঘোষণা করা, গরু-নিধনকে নিষিদ্ধ করা, এমনকী গো হত্যা করার সাজা হিসাবে ফাঁসি দেওয়ার পুরনো দাবি তারা ঝুলি থেকে এক এক করে বার করছে। বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনের আগে তারা এই দাবিগুলি তুলে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটিয়ে কোথাও কোথাও সফলও হয়েছে। বর্তমানে রাফাল দুর্নীতি, সিবিআই অফিসারদের ঘুষ কেলেঙ্কারি, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত জনসাধারণের হাজার হাজার কোটি টাকা নীরব মোদি, মেহুল চোকসি প্রমুখ বৃহৎ ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া ও তাদের বিদেশে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার অভিযোগ—সব মিলিয়ে নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপির ভাবমূর্তির পারদ নিম্নমুখী। এই

দুয়ের পাতায় দেখুন

৬-১২ ডিসেম্বর

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সপ্তাহ পালন করুন

কলকাতা ও শিলিগুড়িতে

১২ ডিসেম্বর ধিক্কার মিছিল

আর এস এস-এর মতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল প্রতিক্রিয়াশীল

একের পাতার পর

অবস্থায় আগামী লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে তারা আবার সাম্প্রদায়িক জিগির তুলতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কিন্তু বিজেপি জানে যে ধর্মীয় জিগির তৈরি করে দু-একটা নির্বাচন হয়ত পার করা যায়, বেশিদিন ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা চরমে উঠলে এমনিতেই ধুঁকতে থাকা বাজার আরও বিপর্যস্ত হবে, দেশের মধ্যে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি হবে, জাতীয়-আন্তর্জাতিক নানা মহলে সরকারকে চাপে পড়তে হবে, সেই সাথে দেশের বহু সাধারণ মানুষ যাঁরা দাঙ্গা চান না, তাঁরাও বিক্ষুব্ধ হবেন। ফলে বিজেপি ও তার চালক আর এস এস 'দেশপ্রেম'-এর ধুয়ো তুলছে। তারা দেখাতে চাইছে সংঘ পরিবারই সাচ্চা দেশপ্রেমিক। নির্বাচনী বিভিন্ন সভায়, নানা সাংবাদিক সম্মেলনে, পার্লামেন্টের ভাষণে তারা এই ধরনের বক্তব্য রাখছেন। যদি আপনি কাশ্মীরে কিংবা মণিপুরে সাধারণ মানুষের উপর ভারতীয় সেনার অত্যাচার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, যদি 'নোটবন্দি' নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেন, তা হলে ওদের দৃষ্টিতে আপনি 'দেশদ্রোহী'। প্রগতিশীল যুক্তিবাদী লেখক-সাংবাদিক হত্যা হলেও আপনাকে চুপ করে থাকতে হবে, কারণ তারা 'দেশদ্রোহী' আর এঁদের হত্যার বিরুদ্ধে আপনি দাঁড়ালে আপনিও 'দেশদ্রোহী'। এ দেশে একমাত্র দেশপ্রেমিক বিজেপি-আর এস এস। সংঘ পরিবারের এহেন প্রচারে সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। ফলে ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখা জরুরি— বিজেপি-আর এস এস-হিন্দু মহাসভা তথা হিন্দুত্ববাদীদের 'দেশপ্রেমের' প্রকৃত ইতিহাসটা কী?

আমাদের দেশ ভারত যখন ব্রিটিশের উপনিবেশ ছিল, যখন দেশের তরুণেরা মুক্তির মন্দির সোপান তলে আত্ম বলিদান দিয়েছে, তখন কী ভূমিকা নিয়েছিল আরএসএস?

আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠা ১৯২৫ সালে। প্রতিষ্ঠাতা ডঃ হেডগেওয়ারের পরে এম এস গোলওয়ালকর আরএসএস-এর পরিচালক হন। স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে আর এস এস-এর দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে গোলওয়ালকর বলেছিলেন, "ব্রিটিশ বিরোধিতাকে ভাবা হচ্ছে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সমার্থক। এই প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলন, তার নেতৃবর্গ ও সাধারণ মানুষের উপর বিনাশকারী প্রভাব ফেলেছিল" (চিন্তাচয়ন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৫)। অর্থাৎ আর এস এস-এর কাছে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল একটি 'প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন'। ফলে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলা আর এস এস যে সর্বদাই জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বাস্তবে স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বা শান্তিপূর্ণ কোনও সংগ্রামেই আর এস এস অংশগ্রহণ করেনি। এহেন আর এস এসকে কি দেশপ্রেমিক বলা যায়?

আর এস এস ভারতীয় জাতীয়তাবাদকেই স্বীকার করে না। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-জৈন-শিখ-পারসিক-খ্রিস্টান ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মের মানুষের শত-সহস্র বছরের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এবং পরিশেষে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে একই শোষণ-যন্ত্রণা, একই অত্যাচার-বঞ্চনার শিকার হওয়ার কারণে ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে ভারতের গড়ে ওঠাকেই তারা অস্বীকার করে। তাদের মতে, "আমাদের দেশের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস এই কথাই বলে যে, সব কিছু করেছে একমাত্র হিন্দুরা। এর অর্থ কেবল হিন্দুরাই এই মাটির সন্তান হিসেবে এখানে বসবাস করেছে" (গোলওয়ালকর, চিন্তাচয়ন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৩-২৪)। আর এস এস-এর এই বক্তব্য বিবেকানন্দের চিন্তার, রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বিরোধী। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'কোনও সভ্যতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত একটিও পাওয়া যায় না। একটি সুসভ্য জাতি আসিয়া কোনও জাতির সহিত মিশিয়া যাওয়া ছাড়াই যে জাতি সভ্য হইয়া উঠিয়াছে—এরূপ একটি জাতিও জগতে নাই।" (বিবেকানন্দ রচনাবলি, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪২)। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, "ভারতবর্ষের কেবল হিন্দু চিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থপতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও হিন্দু-মুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীয়ের পূর্ণ পরিচয়" (রবীন্দ্র রচনাবলি, ১৪ শ খণ্ড, পৃঃ ২৫৯, বিশ্বভারতী সংস্করণ)।

জাতি গঠনের বৈজ্ঞানিক নিয়মকে তথাকথিত হিন্দুত্ববাদীরা কখনওই স্বীকার করেনি। তারা সর্বদাই হিন্দুরাষ্ট্রের দাবি করেছে। পরাধীন ভারতে তাদের শত্রু ব্রিটিশরা ছিল না, ছিল মুসলমানরা। এখনও তারা শোষক পুঁজিপতিদের নয়, শত্রু মনে করে মুসলিমদের। হায় রে দেশপ্রেম!

হিন্দু মহাসভাই প্রথম দেশভাগের দাবি তুলেছিল

সংঘ পরিবারের দেশ সেবকরা (!) দেশভাগের জন্য একতরফা ভাবে মুসলিম লিগ ও মুসলিম মৌলবাদী শক্তিগুলিকেই দায়ী করে। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা হয়। ৩৪ বছর পর ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে লিগের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়েই তারা প্রথম পৃথক দেশের দাবি তোলে। কিন্তু তার ঢের আগে ১৯২৩ সালেই হিন্দু মহাসভার নেতা বি ডি সাভারকার ধর্মভিত্তিক পৃথক দেশের ধারণা উপস্থিত করেছিলেন। তিনি 'হিন্দুত্ব' নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলিম দুটি পৃথক জাতির তত্ত্ব পেশ করেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাই বলেছেন, "সাম্প্রদায়িক পথে ভারত বিভাগের ধারণাটির উদ্ভাবনের জন্য বিপুল পরিমাণে দায়ী হল হিন্দু মহাসভা"। তিনি আরও বলেছেন, "মুসলিম লিগ সাভারকারের ওই বক্তব্যকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করেছিল"। ফলে এটা পরিষ্কার, ভারতভাগের জন্য হিন্দু মৌলবাদ ও মুসলিম মৌলবাদ উভয়ই দায়ী।

ধর্মভিত্তিক জাতি বাস্তবে দাঁড়ায় না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে খ্রিস্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, ধর্মের ভিত্তিতে তারা কিন্তু ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারেনি। সেখানে কয়েক ডজন পৃথক দেশ রয়েছে। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম ধর্মও একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ গঠন করতে পারেনি। যদি মুসলিমরা ধর্মের ভিত্তিতে একটি জাতি হত তাহলে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টি হত না। এ দেশে হিন্দুর সঙ্গে 'জাতির' বিষয়টিকে অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে হিন্দুত্ববাদীরা। কিন্তু তাদের এই প্রশ্নটির তো উত্তর দিতে হবে, হিন্দুমাত্রেই যদি এক জাতি হয়, তা হলে নেপালের হিন্দুরা কোন জাতি?

আর এস এস-এর দৃষ্টিতে অসহযোগ আন্দোলন ছিল অশুভশক্তির জাগরণ

ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন গোটা দেশে ১৯২১-২২ সালে তীব্র রূপে ফেটে পড়েছিল। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়গত পার্থক্য গৌণ করে হাজার হাজার মানুষ এক হয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন। অবিভক্ত বাংলাতেও এই আন্দোলন প্রবলভাবে আছড়ে পড়েছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতা সহ হাজার হাজার সত্যাগ্রহীকে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আর এই গণসংগ্রামের মধ্যে আর এস এস প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার দেখতে পেলেন 'অশুভ শক্তির জাগরণ'। তাঁর কথায়, "মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশে উৎসাহ (জাতীয়তাবাদের জন্য) ক্রমে শীতল হয়ে যাচ্ছিল এবং এই আন্দোলন সৃষ্ট অশুভ শক্তিগুলি সমাজজীবনে বিপজ্জনকভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছিল। ...অসহযোগের দুগ্ধ পান করে বেড়ে ওঠা যবন-সর্প তার বিষাক্ত নিঃশ্বাস নিয়ে দেশে দাঙ্গার প্ররোচনা দিচ্ছিল" (ভিশিকার-১৯৭৯, পৃঃ ৭)। এই ছিল অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে হেডগেওয়ার-এর বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি।

স্বাধীনতা আন্দোলনকে দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং প্রতিক্রিয়াশীল ভাবার কারণেই বিজেপির পূর্বসূরি আর এস এস দেশকে স্বাধীন করার কোনও কর্মসূচিতেই ছিল না। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন থেকে তারা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। ১৯২৯ সালে ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লি অ্যাসেম্বলিতে বোমা নিক্ষেপ করলেন, উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে আলফ্রেড পার্কে (১৯৩১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি) পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হলেন বিপ্লবী নেতা চন্দ্রশেখর আজাদ, ১৯৩১ সালে ২৩ মার্চ ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরুকে ফাঁসি দিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে গোটা দেশ যখন উত্তাল সে সময়, আর এস এস তার শরিক হল না। ১৯৩০ সালে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ বিনয়-বাদল-দীনেশের ঐতিহাসিক অলিন্দ যুদ্ধ, ১৯৩০-৩২ সালে চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্য সেনের বীরত্বপূর্ণ লড়াই, প্রীতিলতার শহিদ হওয়া— কোনও ক্ষেত্রেই আর এস এস দেশের কল্যাণ দেখেনি। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ১৯৪৫ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের বিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৪৬ সালে নৌ-বিদ্রোহ, ওই বছরের ২৯ জুলাই দেশব্যাপী ধর্মঘট — এসবেও আর এস এস-এর নিষ্ক্রিয় ভূমিকা ইংরেজ প্রভুদের খুশি করেছে।

১৯৪০-এর দশকে আর এস এস-এর ভূমিকা প্রসঙ্গে আন্ডারসন এবং ডামলে বলেছেন, "গোলওয়ালকর বিশ্বাস করতেন, আর এস এস-কে নিষিদ্ধ করার কোনও রকম অজুহাত ব্রিটিশ শাসকদের দেওয়া চলবে না"। ১৯৪৩ সালের ২৯ এপ্রিল গোলওয়ালকর আর এস এস-এর সদস্যদের উদ্দেশ্যে একটি নির্দেশ জারি করে আর এস এস-এর সমস্ত বিভাগগুলি বন্ধ করে দেন। এই আনুগত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ আর এস এস সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়, "আর এস এস আইন-শৃঙ্খলার পক্ষে এখনই বিপজ্জনক—এ কথা বলার যুক্তি নেই"। অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকের পক্ষ থেকে 'দেশপ্রেমিক' আর এস এসের কাছে এর চেয়ে বড় সার্টিফিকেট আর কী হতে পারে? ভারত ছাড় আন্দোলন সম্পর্কে গোলওয়ালকর এও পর্যন্ত বলেছিলেন— "এই সংগ্রামের খারাপ ফল হতে বাধ্য।" এহেন আর এস এস-এর চিন্তাকে পরাধীন ভারতের জনগণ গ্রহণ করলে দেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারত না। এর পরেও আর এস এসকে দেশপ্রেমিক বলা যায়? না বলা উচিত দেশদ্রোহী?

হেডগেওয়ারের জেলে যাওয়ার নেপথ্যে

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করে জনগণের কাছে চূড়ান্ত ধিক্কৃত আর এস এস ডাঃ হেডগেওয়ারের জেলে যাওয়ার কাহিনী পরিবেশন করে থাকে। এই কলঙ্ক ঢাকতে ধূর্ত আরএসএস প্রচার করে, ১৯৩০ সালে গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহের সময় হেডগেওয়ার জেলে গিয়েছিলেন। আরএসএস প্রকাশিত তাঁর এক জীবনী গ্রন্থে বলা হয়েছে— "১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্যের ডাক দিয়েছিলেন। ...ডাক্তার সাহেব (ডাঃ হেডগেওয়ার)

ছয়ের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

পূর্ব মেদিনীপুরের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বিশিষ্ট জননেতা, বল্লুক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের নোনাকুড়ি লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য এবং বিপ্লবী জনমত পত্রিকার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী কমরেড শশাঙ্কশেখর পাঁজা দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ১৯ নভেম্বর রাতে মেছেদা পপুলার নার্সিংহোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তাঁর মৃত্যুসংবাদে এলাকায় দলের কর্মী, সমর্থক সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর শোক নেমে আসে। তাঁর মরদেহ এস ইউ সি আই (সি) দলের জেলা অফিস হয়ে নোনাকুড়ি লোকাল কমিটির অফিসে নিয়ে আসা হলে কয়েকশো মানুষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন। প্রয়াত কমরেডের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান করেন রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদিকা কমরেড অনুরূপা দাস, নন্দ পাত্র সহ জেলা ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। পপুলার নার্সিংহোমের পক্ষ থেকে ডাঃ অশোক সামন্ত ও ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া শ্রদ্ধা জানান। সি পি এম, আর এস পি, সি পি আই দলের প্রতিনিধি এবং শহিদ মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিও মাল্যদান করেন।

অগণিত শোকার্ত মানুষ সহযোগে শেষযাত্রা নোনাকুড়ি বাজার পরিক্রমা করে বল্লুক-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ও বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থার কার্যালয়ে যায়। সেখানে মরদেহে মাল্যদানের পর জানুবসান গ্রামে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। গরিব মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু শশাঙ্কবাবু সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত গ্রামের গরিব, অসহায় অসংখ্য পরিবারের পাশে থাকতেন, তাদের অভিভাবকের মতো ছিলেন। দু'বারের অঞ্চল প্রধান এবং ৩৪ বছর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি এই মানুষটি অত্যন্ত ছোট ও ভাঙাচোরা একটি মাটির বাড়িতে দারিদ্রের মধ্যে আমৃত্যু জীবন যাপন করেছেন, যা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত বিরল।

কমরেড শশাঙ্কশেখর পাঁজা লাল সেলাম

পার্টি কংগ্রেসকে অভিনন্দন নানা দেশের কমিউনিস্ট সংগঠনের

২১-২৬ নভেম্বর এস ইউ সি আই (সি)-র তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের সাফল্য কামনায় বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা প্রেরণ করেছে নানা দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট সংগঠনগুলি।

শ্রীলঙ্কা ঃ প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কার 'সিলোন কমিউনিস্ট ইউনিটি সেন্টার'-এর পক্ষ থেকে পাঠানো বার্তায় বলা হয়েছে, "বিশ্ব জুড়ে শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতে শ্রমিক শ্রেণির সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বিশেষ করে দলের কর্মীদের মতাদর্শ, সংগঠন এবং কমিউনিস্ট নৈতিকতার মান উন্নয়নে এস ইউ সি আই (সি)-র তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানাই।" ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচার এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের যে অভাব আজ যুবসমাজকে গ্রাস করছে, এই বার্তায় তাঁরা সে বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের মধ্যে কমিউনিস্ট নৈতিকতার অভাবের সমস্যাটি তুলে ধরেছেন। বার্তায় তাঁরা বলেছেন, "বিপ্লবী দলগুলির ব্যর্থতার পিছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল মার্কসবাদী নৈতিকতার বিষয়টি উপেক্ষিত হওয়া। দমনমূলক স্বৈরাচার, শোষণ ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিরোধী মার্কসবাদ হল বিজ্ঞানসম্মত ও বৈপ্লবিক এমন একটি জীবনধারা, যার সর্বদিক ব্যাপ্ত করে রয়েছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। এ হল বর্তমান সময়কে সঠিক ভাবে বোঝার ও সমস্ত ধরনের শোষণ থেকে মুক্ত উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পদ্ধতি। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে উন্নত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ। ফলে বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন কর্মী ও সুশৃঙ্খল সংগঠনের পাশাপাশি একটি কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়োজন উন্নততর আদর্শগত সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া।"

বার্তায় তাঁরা বলেন, "এ কথা আমরা জানি যে, অন্যান্য মার্কসবাদী চিন্তানায়কদের পাশাপাশি এস ইউ সি আই (সি)-র ভিত্তিতে রয়েছে দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। আমরা অনুভব করি, এ দেশে একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তাঁর চিন্তাধারা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রেরণাদায়ক। ফলে সিলোন কমিউনিস্ট ইউনিটি সেন্টার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা ও তাঁর অবদান গুরুত্ব দিয়ে চর্চা করা হয়েছে।"

শ্রীলঙ্কার বর্তমান রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থা এবং আরও কিছু অনিবার্য কারণে দলের পার্টি কংগ্রেসে যোগদান করতে সক্ষম না হওয়ায় তাঁরা দুঃখপ্রকাশ করেছেন।

পাকিস্তান ঃ এস ইউ সি আই (সি)-র আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি, তার সংগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে অভিমতের সঙ্গে বহু ক্ষেত্রেই সহমত পোষণ করার কথা জানিয়ে আরও এক প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ পাকিস্তান' এক বার্তায় দলের তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়েছে। ভারতের রাজনীতিতে এস ইউ সি আই (সি)-র ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও দৃষ্টান্তমূলক বলে তাঁরা মন্তব্য করেছেন।

বার্তায় তাঁরা বলেছেন, "পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজ সম্পদের ব্যাপক কেন্দ্রীভবন ঘটানোর মাধ্যমে অধিকাংশ মানুষকে দারিদ্রের অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। দুর্দশা ক্রমাগত বাড়ছে। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের শাসকরাই জনসাধারণের থেকে আদায় করা বিপুল অর্থ সেনাবাহিনীর পিছনে এবং যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টিতে ব্যয় করে। এরা কেউই দেশের সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কোনও পদক্ষেপ নেয় না, নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে কমিউনিস্টদেরই এগিয়ে আসতে হবে।" এই কাজে উন্নততর রণনীতি প্রণয়নে এস ইউ সি আই (সি)-র তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস সফল হবে এবং পাকিস্তানের কমিউনিস্ট আন্দোলনকেও সাহায্য করবে ও পথ দেখাবে বলে কমিউনিস্ট পার্টি অফ পাকিস্তানের বার্তায় আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রকাশ্য সমাবেশ। ভাষণ শুনতে মগ্ন শ্রমজীবী মানুষ

বার্তায় তাঁরা বলেছেন, "শত শত বছর ধরে ভারত ও পাকিস্তানের মানুষ একসাথে বসবাস করেছে, একই ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা বহন করেছে। ফলে তারা একে অপরের সংগ্রামের দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়। আমরা আশা করি, এই কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত করবে।"

কানাডা ঃ বিশ্ব জুড়ে তীব্র ও বর্বর শোষণ, নিপীড়ন, লুটপাট, ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধের এই সময়ে অনুষ্ঠিত এস ইউ সি আই (সি)-র তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের উদ্দেশে শুভেচ্ছাবার্তা ও অভিনন্দন পাঠিয়েছে কানাডার 'কমিউনিস্ট রিকন্সট্রাকশন কানাডা'।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে এস ইউ সি আই (সি)-র ভূমিকা প্রসঙ্গে বার্তায় তাঁরা জানিয়েছেন, "১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ যে সংশোধনবাদী লাইন নিয়েছিলেন, তা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে আপনাদের দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। সংশোধনবাদের লাইন বাতিল করে এস ইউ সি আই (সি) মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন সহ মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়কদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অসংখ্য কর্মী ও সমর্থকদের সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছে। আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আপনাদের তীব্র সংগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পতনের মূলে রয়েছে এই সংশোধনবাদ।"

তাঁরা বলেন, "আদর্শগত, রাজনীতিগত ও সংগঠনগত ভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ধ্যানধারণাকে কালোপযোগী ও সুসংহত করার মাধ্যমে আপনাদের দল ভারত ও গোটা বিশ্বে শ্রমিক শ্রেণির ঐক্যকে শক্তিশালী করার কাজ করে চলেছে। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের ক্ষেত্রে নিজেদের কার্যকলাপের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশে এস ইউ সি আই (সি) মহান অবদান রেখে চলেছে যা গোটা দুনিয়ার মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

তুরস্ক ঃ তুরস্কের 'মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি'(এম এল কে পি)-র পক্ষ থেকে এস ইউ সি আই (সি)-র তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস উপলক্ষে পাঠানো বার্তায় বলা হয়েছে, "মহান নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা বুকে নিয়ে ২১ শতকে যে বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলার লড়াইয়ে সামিল রয়েছে এস ইউ সি আই (সি), তার নেতা-কর্মীদের অভিনন্দন জানাই।" বার্তায় তাঁরা বলেছেন, "আপনারা জানেন, মধ্যপ্রাচ্যে আমরা কী ভয়ানক ফ্যাসিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। তুরস্কে ফ্যাসিবাদী নেতা এরদোগান সমস্ত গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী আন্দোলনগুলির উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে এম এল কে পি তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার লক্ষ্যে লড়ছে।" তাঁদের এই লড়াইকে এস ইউ সি আই (সি)-র তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস শক্তিশালী করবে, বার্তায় এই আশা ব্যক্ত করেছেন তাঁরা।

উত্তর কোরিয়া ঃ উত্তর কোরিয়ার 'কোরিয়ান কমিটি ফর আফ্রো-এশিয়ান সলিডারিটি' এস ইউ সি আই (সি)-র তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস উপলক্ষে প্রেরিত বার্তায় দলের প্রতি উষ্ণ অভিনন্দন ব্যক্ত করেছে। এই পার্টি কংগ্রেস ভারত এবং অবশ্যই গোটা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় প্রগতিশীল মানুষের আশা ও স্বার্থ পূরণ করবে বলে বার্তায় আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

নেদারল্যান্ডস ঃ এস ইউ সি আই (সি)-র তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করে 'নিউ কমিউনিস্ট পার্টি অফ দি নেদারল্যান্ডস'-এর পক্ষ থেকে বার্তা প্রেরিত হয়েছে। কয়েক বছর আগে এদেশে এসে এস ইউ সি আই (সি)-র সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তাঁরা যে বহু শিক্ষণীয় বিষয় খুঁজে পেয়েছিলেন সে কথা উল্লেখ করে বার্তায় তাঁরা জানিয়েছেন, নেদারল্যান্ডসে একটি শক্তিশালী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল গড়ে তুলতে গিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনে নানা বিভ্রান্তি দূর করার জন্য আদর্শগত সংগ্রাম চালাচ্ছেন তাঁরা। এস ইউ সি আই থেকে দলের নাম পরিবর্তন করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) করা প্রসঙ্গে তাঁদের মন্তব্য, কমিউনিস্ট দল ও সংশোধনবাদী সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলের মধ্যেকার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা অত্যন্ত প্রয়োজন। বিশেষত, ভারতের ক্ষেত্রে সিপিআই ও সিপিআই(এম)-এর মতো কমিউনিস্ট নামধারী দল থাকায় এই প্রয়োজন আরও বেশি।

রাশিয়া ঃ 'কমিউনিস্টস অফ রাশিয়া'-র পক্ষ থেকে দলের তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে বার্তা এসেছে। বার্তায় বলা হয়েছে, "অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সংকটময় পরিস্থিতিতে যেভাবে আপনাদের এবং আমাদের কাজ করতে হচ্ছে, সে কথা মনে রেখে এস ইউ সি আই (সি)-র তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানাই। আমরা নিশ্চিত যে, ধনী-দরিদ্রের এই বিপুল বৈষম্য ঘোচানোর পাশাপাশি অন্য সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধানের ক্ষেত্রে মহান মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিনের শিক্ষাই সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার।"

রাশিয়ারই 'অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি অফ বলশেভিকস'-এর পক্ষ থেকেও বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ এস ইউ সি আই (সি)-র তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস উপলক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টির পক্ষ থেকে সংহতি ও বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা এসেছে। বার্তায় তাঁরা বলেছেন, "কমরেড প্রভাস ঘোষ যে প্রাক-কংগ্রেস আবেদন রেখেছেন তা থেকে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গর্ভে বসে আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনেক দিক থেকে সাদৃশ্য লক্ষ করছি। পুঁজিপতি শ্রেণি ট্রাম্প প্রশাসন ও রিপাবলিকান পার্টিকে কাজে লাগিয়ে নিপীড়িত মেহনতি মানুষের উপর সর্বাত্মক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। তাদের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে যেগুলি দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারা অর্জন করেছিল। আমাদের দল সর্বহারা শ্রেণির স্বার্থে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সংগ্রাম গড়ে তুলছে।"

বার্তায় তাঁরা বলেছেন, "আশার কথা, যুবক-যুবতীদের মধ্যে শ্রেণিচেতনা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে দেখা যাচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল থাকলে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।"

পরিশেষে তাঁরা বলেছেন, "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র সংগ্রামের প্রতি আমরা সংহতি জ্ঞাপন করছি"।

তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের বার্তা

একের পাতার পর

কেন এসেছেন? কী পাবেন? তাও এত লোক! সকাল আটটা থেকেই জামশেদপুর প্রায় অচল হয়ে গেছে!

শুরু হয়েছে সভা। অটো থেকে নেমে গভীর কৌতূহলে ভিড়ের পাশেই বসে পড়লেন সুরেশ মাহাতোর মতোই বেশ কয়েকজন অটোচালক। বোঝার চেষ্টা করছেন কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ। সমাবেশের অসংখ্য মানুষ বুঝে নিতে চাইছেন আসন্ন দিনগুলিতে কী করতে হবে তাঁদের।

২১ থেকে ২৫ নভেম্বর ঘাটশিলার মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল এস ইউ সি আই (সি)-র তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধি অধিবেশন। এ যুগের অন্যতম মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ গড়ে তুলেছিলেন এই দলকে। সারা দেশ জুড়ে আজ ছড়িয়েছে দলের সাংগঠনিক বিস্তার। রাজ্যে রাজ্যে হাজার হাজার শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-যুব-মহিলা দলের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। দরিদ্রের পর্ণকুটির থেকে শুরু করে মধ্যবিত্তের একচিলতে ঘরের শান্তির নীড় আজ পুঁজিবাদী শাসন-শোষণের আক্রমণে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আত্মঘাতী কৃষক, হতাশ বেকার যুবক, কাজ হারানো শ্রমিকের দীর্ঘশ্বাসে, লাঞ্ছিতা নারীর আর্তনাদে দেশের আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। প্রাকৃতিক সম্পদে উপচে পড়া ভারতের জল-জঙ্গল-জমি-খনি লুঠ করছে দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজি মালিকের দল। মানুষ দিনে দিনে রিক্ত-নিঃস্ব হচ্ছে, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের ঘরে জমছে মানুষের রক্ত নিঙড়ানো ধনের পাহাড়। শিবদাস ঘোষের চিন্তায় দীক্ষিত বিপ্লবী কর্মীরা এই শোষণ-শাসন-বৈষম্যের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে অবিচল সংগ্রামে নিয়োজিত।

কিন্তু প্রয়োজন আজকের দিনের উপযুক্ত বিপ্লবী কর্মী হিসাবে গড়ে ওঠার নিরলস সংগ্রামের ঢেউ তোলা। স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, নাম করার ঝোঁক, আরাম আয়েসের লোভের মতো কাদামাটি ক্রমাগত বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যেও জমতে পারে, হুঁশিয়ারি দিয়ে গিয়েছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। কোটি কোটি মানুষের শোষণ যন্ত্রণায় শুধু কাঁদলেই বিপ্লবী হওয়া যায় না। এই ব্যথা যদি শোষণ অবসানের হাতিয়ার সঠিক বিপ্লবী পার্টিকে চিনে নেওয়ার মতো চেতনার জন্ম দিতে না পারে তাহলে এ লড়াই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তারপরেও দরকার মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উন্নততর উপলব্ধি, যা কমরেড শিবদাস ঘোষ বিশেষীকৃত করে গেছেন, তা অর্জন করা। না হলে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের আজকের দিনের তীব্র আক্রমণকে রোখা যাবে না। তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল জাত বিপ্লবী গড়ে তোলার সংগ্রামকে বিকশিত করে দলের অসংখ্য কর্মীকে এই কাজের উপযুক্ত করে তোলা। তার সাথে জনজীবনের গভীর সংকটের বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন গড়ে তোলার পথনির্দেশ রচনা করা। তাই নিছক আনুষ্ঠানিকতা আর নির্বাচনী কৌশলের গোলকধাঁধায় পড়ে শব্দের মারপ্যাঁচ ভর্তি প্রস্তাবগুচ্ছ গ্রহণের চেষ্টা এই পার্টি কংগ্রেসে ছিল না। নানা রাজ্য থেকে নির্বাচিত ৭৯৭ জন প্রতিনিধি এবং অবজারভার পার্টি কংগ্রেসে অংশ নেন। আগস্ট মাসের শেষ থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে লোকাল সম্মেলন, জেলা সম্মেলন এবং রাজ্য সম্মেলনে স্তরে স্তরে দলের সদস্যরা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির দলিলের উপরে অসংখ্য সংযোজনী-সংশোধনী এনেছেন। নানা স্তর পেরিয়ে তা এসে পৌঁছেছে পার্টি কংগ্রেসের কাছে।

পার্টি কংগ্রেসের সূচনা হল ঘাটশিলার শিক্ষা কেন্দ্রে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জ মূর্তিতে মাল্যদান করেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেডস রণজিৎ ধর, মানিক মুখার্জী, অসিত ভট্টাচার্য। শ্রমিক শ্রেণির রক্তে রাঙানো লাল পতাকা উত্তোলন করেন কমরেড রণজিৎ ধর।

প্রতিনিধি অধিবেশনের শুরুতেই কমরেড প্রভাস ঘোষকে চেয়ারম্যান করে নির্বাচিত হল কংগ্রেসের সভাপতিমণ্ডলী। শোক প্রস্তাবের পরে নানা দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম বামপন্থী এবং কমিউনিস্ট দলগুলির প্রেরিত শুভেচ্ছাবার্তা পাঠ করে শোনালেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ। প্রতিবেশী বাংলাদেশের বিপ্লবী দল বাসদ (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এই তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর স্মৃতিতে থাকা কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী সাহচর্যের কথা তুলে ধরলেন। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের আজকের দিনের সংকটে পথ দেখাতে পারে একমাত্র মার্কসবাদ লেনিনবাদের উন্নত উপলব্ধি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। গভীর আশায় এই পার্টি কংগ্রেসের প্রতি তাঁর আহ্বান— শিবদাস ঘোষের শিক্ষার উপযুক্ত হয়ে উঠুন সমস্ত প্রতিনিধি।

সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট, আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রস্তাব ও দলের গঠনতন্ত্রের বিষয়ে কিছু সংশোধনীর উপর পাঁচদিন ধরে প্রতিনিধি এবং অবজারভাররা আলোচনা করেন। দলকে ত্রুটিমুক্ত করার সংগ্রামে সংগঠনের স্তরে স্তরে আত্মসমালোচনা-সমালোচনার যে প্রক্রিয়া নেতৃত্ব শুরু করেছেন, সেই প্রক্রিয়াতেই কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত সদস্যের সমালোচনা-আত্মসমালোচনার রিপোর্ট কংগ্রেসে পড়ে শোনানো হয়। নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি, কন্ট্রোল কমিশন, এডিটোরিয়াল বোর্ড নির্বাচন করে পার্টি কংগ্রেস। কমরেড প্রভাস ঘোষ পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র প্রতিনিধিদের হাতে রক্তপতাকা তুলে দেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। তাঁরা কমরেড প্রভাস ঘোষের হাতে উপহার তুলে দেন।

তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের শেষে প্রতিনিধিরা ফিরেছেন নতুন এক সংগ্রামের শপথ নিয়ে। তাঁদের চোখ-মুখ উজ্জ্বলতর। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা জিন্দাবাদ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি বুকে নিয়ে দেশের প্রান্তে প্রান্তে ফিরে গেলেন তাঁরা।

সংবাদপত্রের দর্পণে প্রকাশ্য অধিবেশন

ঘাটশিলায় পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধি অধিবেশন

প্রতিনিধি অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। উপস্থিত প্রতিনিধিদের একাংশ (ডানদিকে)

নব নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি

প্রভাস ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক | রণজিৎ ধর | মানিক মুখার্জী | অসিত ভট্টাচার্য | দেবপ্রসাদ সরকার | গোপাল কুণ্ডু | শংকর সাহা | সৌমেন বসু | সি কে লুকোস | সত্যবান | কে রাধাকৃষ্ণ | ছায়া মুখার্জী

তপন রায়চৌধুরী | কান্তিময় দেব | স্বপন ঘোষ | মানব বেরা | দ্বারিকা নাথ রথ | চিররঞ্জন চক্রবর্তী | রবীন সমাজপতি | স্বপন চ্যাটার্জী | স্বপন ঘোষাল | চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য | চন্দ্রলেখা দাস | সুরত জামান মণ্ডল

কে শ্রীধর | অমিতাভ চ্যাটার্জী | শংকর ঘোষ | অশোক সামন্ত | অরুণ কুমার সিং | ভি ভেনুগোপাল | সুভাষ দাশগুপ্ত | ধূর্জটি দাস | কে উমা | শংকর দাশগুপ্ত | প্রতাপ সামল

স্টাফ সদস্য হলেন যাঁরা

স্টাফ সদস্য

১. কমরেড প্রভাস ঘোষ
২. কমরেড রণজিৎ ধর
৩. কমরেড মানিক মুখার্জী
৪. কমরেড অসিত ভটাচার্য
৫. কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার
৬. কমরেড ছায়া মুখার্জী
৭. কমরেড গোপাল কুণ্ডু
৮. কমরেড শংকর সাহা
৯. কমরেড সৌমেন বসু
১০. কমরেড সি কে লুকোস
১১. কমরেড সত্যবান
১২. কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ
১৩. কমরেড তপন রায়চৌধুরী
১৪. কমরেড প্রশান্ত ঘটক
১৫. কমরেড অনুপ সিং
১৬. কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী
১৭. কমরেড কান্তিময় দেব
১৮. কমরেড স্বপন ঘোষ
১৯. কমরেড মানব বেরা
২০. কমরেড দ্বারিকা নাথ রথ
২১. কমরেড রবীন সমাজপতি
২২. কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী
২৩. কমরেড স্বপন ঘোষাল
২৪. কমরেড চণ্ডীদাস ভটাচার্য
২৫. কমরেড চন্দ্রলেখা দাস
২৬. কমরেড সুরত জামান মণ্ডল
২৭. কমরেড কে শ্রীধর
২৮. কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী
২৯. কমরেড শংকর ঘোষ
৩০. কমরেড শংকর দাশগুপ্ত
৩১. কমরেড অশোক সামন্ত
৩২. কমরেড ধূর্জটি দাস
৩৩. কমরেড এ রেঙ্গাস্বামী
৩৪. কমরেড অরুণ সিং
৩৫. কমরেড জি এস পদ্মকুমার (পার্টির দ্বিতীয় প্লেনামের পরে জীবনাবসান হয়েছে)
৩৬. কমরেড ভি ভেনুগোপাল
৩৭. কমরেড প্রতাপ সামল
৩৮. কমরেড অরুণ কুমার ভৌমিক
৩৯. কমরেড নন্দ পাত্র
৪০. কমরেড সুভাষ দাশগুপ্ত
৪১. কমরেড কে উমা
৪২. কমরেড সি এইচ মুরাহরি
৪৩. কমরেড বি এস অমরনাথ
৪৪. কমরেড এম এন শ্রীরাম
৪৫. কমরেড এইচ ভি দিবাকর
৪৬. কমরেড টি কে সুধীর কুমার
৪৭. কমরেড জয়সন জোসেফ
৪৮. কমরেড গোবিন্দারাজালু
৪৯. কমরেড এ রামানজানাপ্পা
৫০. কমরেড প্রকাশ মল্লিক

কন্ট্রোল কমিশন

১. কমরেড গোপাল কুণ্ডু, চেয়ারম্যান
২. কমরেড এ রেঙ্গাস্বামী
৩. কমরেড সুরত জামান মণ্ডল
৪. কমরেড প্রশান্ত ঘটক
৫. কমরেড অনুপ সিং
৬. কমরেড অরুণ ভৌমিক
৭. কমরেড জয়সন জোসেফ
৮. কমরেড এইচ ভি দিবাকরণ
৯. কমরেড বি এস অমরনাথ

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর দৃষ্টিতে ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছিল উচ্ছৃঙ্খলতা, নাশকতা

দুয়ের পাতার পর

সব জায়গায় খবর পাঠালেন সংঘ এই সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করবে না। সে যাই হোক ব্যক্তিগত ভাবে যারা অংশগ্রহণ করতে চাইবে তাদের বাধা দেওয়া হবে না। এর অর্থ হল সংঘের কোনও দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না" (সিপি ভিশিকর, সংঘবিকাশ কে বীজ, ডাঃ কেশব রাও হেডগেওয়ার, নিউ দিল্লি, পৃ ঃ ২০)।

তাহলে ডাঃ হেডগেওয়ার নিজে ব্রিটিশ কারাগারে গিয়েছিলেন কেন? এর উত্তর পাওয়া যাবে আর এস এস প্রকাশিত হেডগেওয়ারের জীবনী গ্রন্থেই। "ডাক্তার সাহেবের এই প্রত্যয় ছিল জেলের ভিতর তিনি একদল স্বদেশপ্রেমী, অগ্রগামী, নামজাদা লোক পাবেন। তাঁদের সাথে তিনি সংঘ নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন এবং সংঘের কাজে তাঁদের টেনে আনতে পারবেন" (ঐ)।

অর্থাৎ, স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে হেডগেওয়ার জেলে যাননি, তিনি জেলে গিয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যেভাবেই হোক স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সরাতে।

হিন্দু মহাসভা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই সমর্থন করেছিল

স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু মহাসভার ভূমিকা কী ছিল? যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে সেই প্রসঙ্গে বিনায়ক দামোদর সাভারকর ১৯৪১ সালে ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার ২৩তম অধিবেশনে বলেন, "ভারতের প্রতিরক্ষার কথা বলতে গেলে, ভারত সরকারের সমস্ত যুদ্ধ প্রস্তুতিকে হিন্দুদের অবশ্যই দ্বিধাহীন চিত্তে সমর্থন করতে হবে। ...হিন্দুদের বৃহৎ সংখ্যায় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীতে যোগ দিতে হবে" (সাভারকর সমগ্র, খণ্ড-৬, মহারাষ্ট্র প্রান্তিক হিন্দু সভা, পুণা, ১৯৬৩, পৃ ঃ ৪৬০)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার তার সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য পূরণের জন্য যখন নতুন সশস্ত্র ব্যাটেলিয়ান তৈরির সিদ্ধান্ত নিল তখন সাভারকরের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এই প্রচেষ্টাকে সফল করতে একটা বড় সংখ্যক হিন্দু যুবকের নাম নথিভুক্ত করাতে হবে। সেদিন হিন্দু মহাসভা ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার জন্য দেশের নানা প্রান্তে সহায়ক কেন্দ্র খুলেছিল যাতে হিন্দু যুবকেরা সহজেই ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারে। এই বাহিনীকেই ব্রিটিশ পাঠিয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের হত্যা করতে। সাভারকর সেই কাজে ব্রিটিশদের পাশে ছিলেন। দেশপ্রেমের নামে কি নির্লজ্জ গোলামি!

এই গোলামির পুরস্কারস্বরূপ ভাইসরয়ের জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিলে সাভারকরের পছন্দমতো লোক মনোনীত করা হল। সে জন্য টেলিগ্রামে ভাইসরয়কে ধন্যবাদ দিলেন সাভারকর। টেলিগ্রামটি এই রকম, "ইওর এক্সেলেন্সিজ অ্যানাউন্সমেন্ট ডিফেন্স কমিটি উইথ ইটস পারসোনেল ইজ ওয়েলকাম হিন্দু মহাসভা ভিউজ উইথ স্পেশাল স্যাটিসফেকশন অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ মেসার্স কালিকর অ্যান্ড জমনদাস মেহতা" (বিনায়ক দামোদর সাভারকর হোয়্যার্ল উইন্ড প্রোপাগান্ডা— এ এস বিন্দে, পৃঃ ৪৫১)। এমনই ছিল হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকারের সঙ্গে ব্রিটিশের সম্পর্ক! বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীই বটে!

মুচলেকা দিয়ে ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন সাভারকর

সাভারকর প্রথম জীবনে স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯০৭-১৯০৯, এই ক'বছর তিনি নানা বিপ্লবী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯১০ সালের মার্চে প্যারিসে তিনি গ্রেপ্তার হন। কিন্তু বহু অনামী বিপ্লবীরাও যে কাজ করতে ঘৃণা বোধ করতেন, সেই কাজটিই করলেন 'বীর' সাভারকর। ১৯১১ সালের ৩০ আগস্ট তিনি ক্ষমাভিক্ষার আবেদন করলেন। সে চিঠি খারিজ হয়ে যায়। ১৯১৪ সালের ১৪ নভেম্বর সাভারকর আবার ক্ষমাভিক্ষার আবেদন করলেন। সাভারকর লিখেছিলেন, " ...সরকার যদি তাদের বহুমুখী দয়ার দানে আমাকে একটু মুক্ত করে দেন তবে আমি আর কিছু পারি বা না পারি চিরদিন সাংবিধানিক প্রগতি এবং ব্রিটিশ সরকারের আনুগত্যের অবিচলিত প্রচারক হয়ে থাকব। ...সরকার আমাকে যত কাজ করতে বলবে, সেই মতো প্রায় সব কাজ আমি করতে প্রস্তুত। কেন না আমার আজকের পরিবর্তন যেহেতু বিবেকের দ্বারা পরিচালিত, তাই আমার ভবিষ্যতের আচরণও সেই রকমই হবে। অন্যভাবে যা পাওয়া যেতে পারে সে তুলনায় আমাকে জেলে আটকে রাখলে কিছুই পাওয়া যাবে না। শক্তিশালীর পক্ষেই একমাত্র ক্ষমাশীল হওয়া সম্ভব। কাজেই অনুতপ্ত সন্তান পিতৃতুল্য সরকারের দরজায় ছাড়া আর কোথায় ফিরে যাবে? মহামান্য হুজুর অনুগ্রহ করে বিষয়গুলি বিবেচনা করবেন এই আশা রইল" (পেনাল সেটলমেন্টস ইন আন্দামানস, আর সি মজুমদার, পৃ ঃ ২১১-১৩)।

ক্ষমার জন্য কোনও ভিক্ষা, কোনও আবেদন, এর চেয়ে বেশি নীচ, বেশি হীন হতে পারে না। ক্ষমাভিক্ষার আবেদনের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে একজন আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তির আত্মসমর্পণ। যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়িকে চুম্বন করেছেন, সেই দেশের একজন 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' হয়ে সাভারকর জেল থেকে বাইরে আসার জন্য নীতি-আদর্শ-মর্যাদা-ব্যক্তিত্ব-সম্ভ্রম সবই হেলায় বিসর্জন দিয়েছেন। এই হল হিন্দুত্ববাদী নেতা সাভারকরের দেশপ্রেমের নমুনা।

হিন্দুত্ববাদী এই সব সংগঠনের যেমন ব্রিটিশপ্রীতি ছিল অফুরান, তেমনি ছিল মুসলিম লিগেরও। হিন্দু মহাসভা মুসলিম লিগের সাথে বাংলা, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা পরিচালনা করছিল। এর পিছনে যে ব্রিটিশ সরকারের মদত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ওই সময় সম্পর্কে হিন্দু মহাসভার কানপুর অধিবেশনে (১৯৪২) সাভারকর বলেছিলেন, "বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু মহাসভা জানে যুক্তিসঙ্গত আপসের দ্বারাই আমাদের এগোতে হবে। এই যুক্তিসঙ্গত আপসের প্রমাণ হল সম্প্রতি সিন্ধু প্রদেশে একত্রে সরকার চালানোর জন্য হিন্দু মহাসভা মুসলিম লিগের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। ... ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রীত্বে এবং আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পরিচালনায় কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা সাফল্যের সাথেই চলছে" (সাভারকর সমগ্র— খণ্ড ৬, পৃ ঃ ৭৯-৮০)।

এই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা ব্রিটিশ বিরোধিতার জন্য তৈরি হয়নি। সাভারকরের 'পরম শ্রদ্ধেয়' শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বলেছিলেন, "এখন যুদ্ধকালীন অবস্থায় জাতীয় গভর্নমেন্ট এমনভাবে গঠিত হবে যাতে মিত্রপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতায় যুদ্ধ করা সম্ভব হয়" (রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ, পৃঃ ১১৬)। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী '৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনেরও বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি মনে করি না, গত তিন মাসের মধ্যে যেসব অর্থহীন উচ্ছৃঙ্খলতা ও নাশকতামূলক কাজ করা হয়েছে, তার দ্বারা আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভের সহায়তা হবে" (রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায়; শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, পৃঃ ৬১)। ভারত ছাড়ো আন্দোলন শ্যামাপ্রসাদের কাছে 'অর্থহীন উচ্ছৃঙ্খলতা' ও 'নাশকতামূলক' কাজকর্ম। তাই তিনি মনে করেছেন, এই আন্দোলন দমন করা উচিত এবং কীভাবে এই আন্দোলন দমন করা যায় তার একটা তালিকাও তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করেছেন। ব্রিটিশের কী নির্লজ্জ দালালি!

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কীর্তি এখানেই শেষ নয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ বীরত্বের সাথে লড়াই করছিল, সেই সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে সহায়তা করার জন্য আগ বাড়িয়ে বললেন, "বঙ্গদেশকে রক্ষা করিবার জন্য একটা গৃহবাহিনী গঠনের অধিকার আমাদের দেওয়া হউক" (রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিত 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লিখিত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পত্র থেকে উদ্ধৃত)। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সুভাষচন্দ্রের পক্ষে না থেকে ব্রিটিশের পক্ষে ছিলেন। এর পরেও কেউ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বলতে পারেন?

বিজেপি-আর এস এসের বর্তমান ভূমিকাও অশুভ

হিন্দু মহাসভা থেকে 'জনসংঘ' গড়ে তুলেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, আর সেই 'জনসংঘ' থেকেই জন্ম আজকের 'ভারতীয় জনতা পার্টি' বা 'বিজেপি'-র। সেই বিজেপিই আজ দেশপ্রেমের ধ্বনি তুলছে। যে নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হিন্দুদের আহ্বান জানিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, তাদেরই উত্তরসূরি বিজেপি আজ আজাদ হিন্দ বাহিনীর ৭৫ বছর উদ্‌যাপন করছে। এটা ভণ্ডামি ছাড়া আর কী?

শুধু পরাধীন ভারতেই নয়, স্বাধীনতার পরও বিজেপির ভূমিকা সমাজ প্রগতির বিরুদ্ধে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যেভাবে উগ্র হিন্দুত্ববাদী তৎপরতা চলছে, ধর্মনিরপেক্ষতার উপর, সংখ্যালঘু জনগণের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে তা খুবই বিপজ্জনক। একই সাথে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে জনগণের উপর নানা অন্যায় জুলুম চলছে। হরণ করা হচ্ছে শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকার। এই অপশক্তিকে সমূলে উৎপাটন করা আজ সমাজ প্রগতির স্বার্থে অত্যন্ত প্রয়োজন।

ছাত্রীহত্যার প্রতিবাদে খড়দহে বিক্ষোভ

৪ নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগণার আগরপাড়া ৫ নম্বর রেলগেটের কাছে একটি পুকুরের মধ্যে সায়নি শীল নামে দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। একদল মদ্যপ তরুণ মেয়েটিকে ধর্ষণ করে খুন করে পুকুরে ফেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ।

এই ঘটনার প্রতিবাদে ১৬ নভেম্বর মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন ও নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির পানিহাটি শাখার উদ্যোগে ১০ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল সায়নি শীল-এর মামার বাড়িতে সহমর্মিতা জানাতে যান এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে খড়দহ থানায় ডেপুটেশন দেন। এই ধরনের অপরাধ বন্ধ করার জন্য প্রশাসনিক পদক্ষেপের সাথে সাথে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানানো হয় সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে।

কৃষক সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলনে বিমা যোজনার টাকা আদায় কৃষকদের

২০১৫-'১৬ সালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় প্রবল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ধান-সব্জি-ফুল চাষিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য বিমা কোম্পানিগুলি ব্যাঙ্কে ৮৩ কোটি ২০ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪৩৮ টাকা পাঠিয়েছিল। কিন্তু কোন চাষি কত টাকা পাবে তার কোনও তালিকা সমবায় বা ব্যাঙ্কগুলিতে টাঙানো হয়নি। এর উপর ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের টাকা থেকে সমবায়গুলি ৩ থেকে ২০ শতাংশ টাকা অনুদান সহ নানা অছিলায় কেটে নিচ্ছিল। এরই প্রতিবাদে কৃষক সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলনে নামে এবং জেলাশাসক, কৃষিমন্ত্রক ও মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে ডেপুটেশন দেয়। একের পর এক বিক্ষোভ চলে। সেই আন্দোলনের চাপেই সম্প্রতি সমবায় দপ্তর এক নির্দেশিকায় বলেছে, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রাপকের নাম, ঠিকানা, টাকার পরিমাণ উল্লেখ করে নতুন তালিকা টাঙাতে হবে। ওই নোটিশে এও বলা হয়েছে, যদি প্রাপকের টাকার কোনও অংশ কেটে নেওয়া হয়ে থাকে তা হলে তাও ফেরত দিতে হবে। পরিষদের সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক বলেন, এই ঘটনা দেখাল কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং আন্দোলন করা কেন এত জরুরি।

চার এসইউসিআই (সি) নেতা নির্দোষ ঘোষিত

২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতাসীন হয়েই বিপুল রেলভাড়া বৃদ্ধি করে। এর প্রতিবাদে অন্যান্য জায়গার মতো বাঁকুড়াতেও আন্দোলনে নামে এস ইউ সি আই (সি)। বাঁকুড়া স্টেশনে অবরোধে ছিলেন কমরেডস স্বপন নাগ, শিশির কোলে, সুজিত রায়, সাবিরুদ্দিন ভুঁইয়া। পুলিশ তাঁদের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। এতদিন বিচারপর্ব চলার পর সম্প্রতি বাঁকুড়া কোর্ট এঁদের বেকসুর মুক্তি দেয়।

ত্রিপুরায় নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে বিশেষ প্রচারাভিযান

৭-১৭ নভেম্বর মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে এস ইউ সি আই (সি) ত্রিপুরা রাজ্য সংগঠনী কমিটির পক্ষ থেকে পথসভা, ছবি প্রদর্শনী, বুক স্টল, ব্যাজ পরিধান সহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। আগরতলার বটতলাতে পথসভা ও পথচলতি জনগণের মধ্যে ব্যাজ পরিধান করা হয়। ৮-৯ নভেম্বর আগরতলার ইন্দ্রনগরে এবং গোতমী জেলার উদয়পুর, মাতাবাড়িতে বুক স্টল করা হয়।

১১ নভেম্বর দক্ষিণ বাঁধারঘাট এর হঠাৎ বাজারে, ১২ নভেম্বর চন্দ্রপুরে, ১৩ নভেম্বর মিলনচক্র বাজারে ১৪ নভেম্বর এম বি টিলা বাজারে পথসভা করা হয়। বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক, সদস্য কমরেডস সুব্রত চক্রবর্তী, সঞ্জয় চৌধুরী প্রমুখ। পথসভাগুলিতে বক্তারা তুলে ধরেন পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র— এই দুই ব্যবস্থার পার্থক্য। দেখান, পুঁজিবাদ সৃষ্ট সমস্যাগুলি কেন সমাজতন্ত্র ছাড়া সমাধান করা সম্ভব নয়। ১৫ নভেম্বর আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে ছবি প্রদর্শনী করা হয়।

১৬ নভেম্বর হাঁপানিয়া বাজারে পথসভা করা হয়। সভাশেষে কর্মীরা যখন ফিরে যাচ্ছিলেন সেই সময় হঠাৎ বিজেপির ১৫-২০ জন দুষ্কৃতী এসে তাঁদের আক্রমণ করে। দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে আমতলি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

রাজ্য সাংগঠনী কমিটির পক্ষ থেকে ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বিজেপির ফ্যাসিস্ট নীতির প্রতিবাদে গণতন্ত্রপ্রিয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

কেওনঝড়ে জনজীবনের দাবি নিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র বিশাল মিছিল

কেওনঝড় স্টেডিয়ামের আধুনিকীকরণ, দীর্ঘদিন দখলে থাকা জমির পাট্টা প্রদান, আদিবাসীদের বনভূমির পাট্টা প্রদান, প্রকৃত প্রাপকদের রেশন কার্ড দেওয়া, কেওনঝড় জেলা হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ, কৃষিঋণ মকুব, ধানের দাম কুইন্টাল প্রতি ৩০০০ টাকা করা, কৃষি জমিতে সেচের ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবিতে ১৬ নভেম্বর এক বিশাল মিছিল কেওনঝড় কালেকটরের দপ্তরে পৌঁছায় এবং দাবিপত্র পেশ করা হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস রঘুনাথ দাস, প্রকাশ মল্লিক এবং বিজয়ানন্দ মল্লিক।

নির্বাচনে হেরে মৈপীঠে এস ইউ সি আই (সি)-র উপর হামলা তৃণমূলের

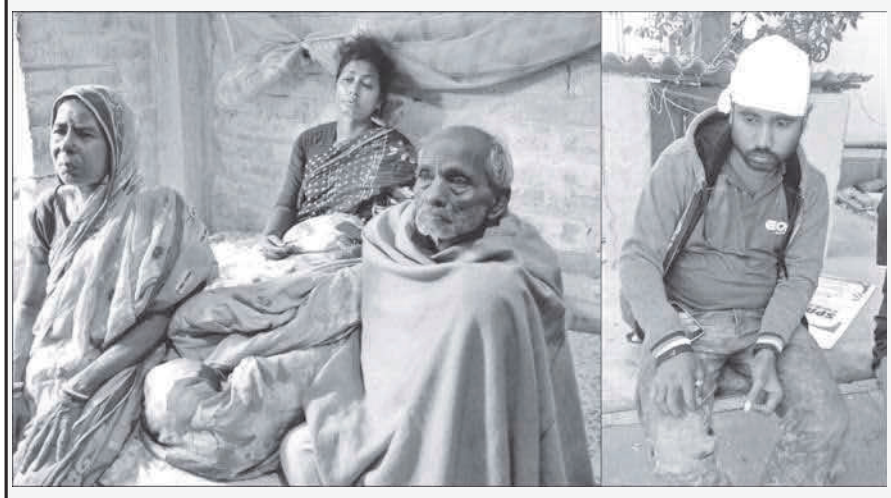

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কুলতলির মৈপীঠ গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৯ আসনের মধ্যে মাত্র ১টি আসনে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল। পরে তারা নানা অনৈতিক পথে বিরোধী দলের সদস্যদের ভাঙিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নেয়। ২০ নভেম্বর ৪টি উপসমিতির আসনে নির্বাচন হয়। তাতে সবকটি আসনেই জয়ী হয় এস ইউ সি আই (সি)। পরাজিত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ব্যাপক সন্ত্রাস নামিয়ে আনে। এসইউসিআই(সি)-র কর্মী কমরেড কবিতা পাত্রকে মারধর ও শ্লীলতাহানি করে। স্থানীয় এস ইউ সি আই (সি) নেতা কমরেড সুদর্শন মান্নার বাড়ি লক্ষ্য করে ব্যাপক বোমা-গুলি ছোঁড়ে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা।

এ প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য ২৪ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, দল ভাঙানোর খেলায় মত্ত হয়েও শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলির মৈপীঠ অঞ্চল পঞ্চায়েতের উপসমিতি নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি)-র জয়লাভে ক্ষিপ্ত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের সহযোগী সি পি এমের সাহায্যে যে ব্যাপক সন্ত্রাস চালাচ্ছে, এমনকী মহিলাদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি।

সাথে সাথে মৈপীঠের আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে মহিলারা সমবেত হয়ে দুষ্কৃতীদের প্রতিরোধ করতে যেভাবে এগিয়ে এসেছেন তার জন্য আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে এই হামলা বন্ধ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, ঠিক এভাবেই সি পি এম ১৯ বছর ধরে অত্যাচার চালিয়েছিল। মৈপীঠের মানুষই বহু মূল্য দিয়ে তার প্রতিরোধ করেছিল। আমাদের বিশ্বাস, এবারেও মৈপীঠের জনসাধারণ দুষ্কৃতিদের প্রতিরোধ করবে।

অন্ধ্রপ্রদেশে সেভ এডুকেশন কমিটির সভা

ইউজিসিকে অবলুপ্ত করে উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনের যে উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তার তীব্র বিরোধিতা করে ১১ নভেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে এক গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি।

বিক্রম সিমহাপুরি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ভি বিরাইয়া বলেন, কিছু সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও ইউজিসি ১৯৫৬ সাল থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই চলছিল। তাকে অবলুপ্ত করে যে উচ্চশিক্ষা কমিশন করা হয়েছে সেখানে গণতন্ত্র বলে কিছু থাকবে না, কারণ এতে পুরো শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকছে কেন্দ্রীয় এক আমলা গোষ্ঠীর হাতে। ডঃ এন চন্দ্রশেখর বলেন, বিজেপি বা কংগ্রেস যে সরকারই হোক না কেন তাদের শিক্ষানীতিতে কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই।

তিনি আরও বলেন, প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ায় শেখা ও শেখানো উভয়ই ব্যাহত হচ্ছে এবং সরকারি স্কুলে শিক্ষার মানের দ্রুত অবনমন ঘটছে যা বেসরকারি স্কুলে ছেলেমেয়েদের ভর্তির দিকে অভিভাবকদের ঠেলে দিচ্ছে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক গোবিন্দ রাজালু দেখান, কীভাবে বিজেপি শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ করছে।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

বিপ্লবই শোষণমুক্তির একমাত্র রাস্তা

প্রতিনিধি অধিবেশন মঞ্চে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর হাতে রক্তপতাকা তুলে দিচ্ছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ।

একের পাতার পর

চলছে, তখন কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে একমাত্র বিপ্লবী দল হিসাবে আমরা আলোচনা করছি— ভারতের শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত জনগণ, যারা শোষণে শোষণে জর্জরিত, অত্যাচারিত তাদের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে কীভাবে গণআন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তোলা যায় এবং এই ভাবে আগামী দিনে পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবী প্রস্তুতি সংগঠিত করা যায়। এ ছাড়া, আমাদের আদর্শগত, রাজনীতিগত, নীতি-নৈতিকতাগত দিকগুলি যাতে সমস্ত দিক থেকে আরও শক্তিশালী করা যায়, এটাই ছিল এই তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। তিনি বলেন, আমাদের দল নির্বাচনভিত্তিক দল নয়, বিপ্লবী দল। আমাদের দল বিশ্বাস করে, নির্বাচনের দ্বারা জনগণের কোনও মৌলিক সমস্যার সমাধান হবে না। এটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা। তিনি বলেন, ১৯৫২ সাল থেকে দেশে বহু পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়েছে, বহু দিন কংগ্রেস রাজত্ব করেছে গরিবি হঠাও-এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে, বিজেপিও রাজত্ব করছে আচ্ছে দিনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। কিন্তু বাস্তবে কী হয়েছে এবং কী হচ্ছে তা দেশের ভুক্তভোগী মানুষ খুব ভাল জানেন।

কমরেড প্রভাস ঘোষ দেশের পুঁজিপতিদের আকাশছোঁয়া সম্পদ বৃদ্ধির তথ্য দিয়ে দেখান, গত সত্তর বছরে উন্নয়ন কেবল শিল্পপতি, কোটিপতিদেরই হয়েছে। এই সব দলগুলো এই পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি। বিপরীতে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ আজ নিরন্ন, ক্ষুধার্ত, বেকার। তারা আত্মহত্যা করছে, না খেয়ে মারা যাচ্ছে, অভাবের জ্বালায় সন্তানকে বিক্রি করছে। এস ইউ সি আই (সি) এই মানুষদের প্রতিনিধি, তাদের জন্য সংগ্রাম করছে। তিনি বলেন, সমাজ শ্রেণি বিভক্ত। একদিকে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি শ্রেণি, যাদের লক্ষ্য সর্বোচ্চ মুনাফা। আর এক দিকে কোটি কোটি দরিদ্র বেকার বুভুক্ষু শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত। তিনি বলেন, রাজনীতিও দুটো। একটা শিল্পপতিদের রাজনীতি, লুণ্ঠনের পক্ষের রাজনীতি, তাদের রক্ষা করার রাজনীতি। আর একটা হল, শোষিত জনগণের জন্য লড়াই করার, বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার রাজনীতি। প্রথম প্রকারের রাজনীতির পক্ষে কংগ্রেস বিজেপি সহ দলগুলি। আর পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের, লড়াইয়ের রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)।

তিনি বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজ চরম সংকটের কবলে। ভারতও তার থেকে রেহাই পায়নি। পুঁজিবাদে এই সংকটের সমাধান নেই। সমাধান একমাত্র সমাজতন্ত্র। সত্তর বছরের সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে বেকার ছিল না, ছাঁটাই ছিল না। শিক্ষা-চিকিৎসা ছিল বিনামূল্যে।

তিনি বলেন, বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির একটি লক্ষ্য— ভোট। তাই ভোট এলেই তারা রাম মন্দিরের স্লোগান তোলে। তিনি বলেন, এখন নরেন্দ্র মোদি আর রাহুল গান্ধীর মধ্যে কম্পিটিশন চলছে, কে কত বেশি মন্দিরে যেতে পারে। এর আর একটি লক্ষ্য জনগণের ঐক্যকে বিভক্ত করা, যাতে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে।

দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের মূর্তিতে মাল্যদান করছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আমরা নির্বাচনে নামব, কিন্তু বামপন্থাকে বিসর্জন দিয়ে নয়। আমরা সিপিএম-সিপিআইয়ের মতো কংগ্রেসকে সেকুলার তকমা দিই না। এই দলগুলি কয়েকটা সিট পাওয়ার জন্য কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তি করছে। আমরা এই রাজনীতি করি না। তিনি বলেন, নির্বাচন একটা প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। এটা যে প্রহসন, ভোটের দ্বারা যে মানুষের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধান হয় না, বিপ্লবই যে একমাত্র পথ, এই কথা বোঝানোর জন্য এবং জনগণকে সচেতন করার জন্য আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি। তিনি বলেন, জনগণকে রাজনীতি বুঝতে হবে, কে শত্রু, কে মিত্র চিনতে হবে। কোন দল শোষক শ্রেণির হয়ে কাজ করছে, কোন দল শোষিত মানুষের হয়ে কাজ করছে, এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দল বিচার করতে হবে। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে দেশজুড়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি দেশের শ্রমিক কৃষক নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষকে আহ্বান জানান।

উপস্থিত শ্রোতাদের সামনে কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য হিন্দিতে তুলে ধরেন ঝাড়খণ্ড রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড সুমিত রায়। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

জামশেদপুরের রাজপথে মানুষের ঢল

SUCI
SUCI
SUCI